যায়যায়দিন

তারিখ ... 15 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

15 Report

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

লাইব্রেরিটি নামেই কমপিউটারাইজড

চুয়েট সংবাদদাতা

কমপিউটারাইজড হওয়ার প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হলেও বই সঙ্কট রয়ে গেছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরি কার্ডে বার কোড স্থাপন করা হলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ বই না থাকায় শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে আসা-যাওয়ার আগ্রহ প্রায় হারিয়ে ফেলেছে।

জানা যায়, লাইব্রেরির সিস্টেম কমপিউটারাইজড করার চিন্তা-ভাবনা করা হয় প্রায় দুই বছর আগে। কিন্তু মাত্র দুই মাস আগে চুয়েটের প্রোগ্রামার মোঃ পারভেজের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হয়। তিনি ডেটা বেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে সব বই তালিকাভুক্ত, লাইব্রেরি কার্ডে বার কোড স্থাপনসহ সব সিস্টেমের পরিবর্তন আনেন। কিন্তু সিস্টেমের পরিবর্তন হলেও বই সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের জন্য শিক্ষার্থীদের মূলত গ্রন্থাগারের ওপরই নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু চুয়েট লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। গত বছর বেশ কিছু নতুন বই আনা হলেও ছাত্রছাত্রীর তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চুয়েট গ্রন্থাগারে যেসব বই রয়েছে তার বেশির ভাগই শিক্ষকদের দেয়া তালিকার সঙ্গে মেলে না। আবার দু-একটি প্রয়োজনীয় বই থাকলেও সেগুলো প্রায়ই কোনো শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থীর দখলে থাকে। চতুর্থ বর্ষ তড়িৎ কৌশল বিভাগের ছাত্র মাহমুদুল হাসান বলে, চলতি টার্মের জন্য শিক্ষকদের দেয়া বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে মাত্র একটি বই লাইব্রেরিতে পেয়েছি। বাকি বইগুলো দোকান থেকে কিনতে অথবা ভাড়া নিতে হবে। শুধু বই সঙ্কটই নয়, গ্রন্থাগার নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের শেষ নেই। শিক্ষার্থীরা জানায়, বছর দুয়েক আগেও গ্রন্থাগারের ভেতরে একটি ফটোকপির দোকান ছিল। হঠাৎ সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। রাত ৯টার পরিবর্তে বিকাল ৫টায় গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটার আর একটি কারণ।

এদিকে চুয়েটের লাইব্রেরিয়ান আবুল হোসেন শেখের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।